মেডেসিনস্ স্যানস্ ফ্রন্টিয়ারেস্

['মেডেসিনস্ স্যানস্ ফ্রন্টিয়ারেস্ (MSF) স্প্যানিশ শব্দগুলির বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় 'চিকিৎসা যেখানে সীমানা মানে না।' MSF একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন স্বাধীন চিকিৎসা সংক্রান্ত মানবতাবাদী সংগঠন। ভারত সহ পৃথিবীর ৭০টি দেশে MSF ত্রাণ, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ করছেন। তাঁরা ১৯৯৬ এ গান্ধী শান্তি পুরস্কার এবং ১৯৯৬ তে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। একদা অত্যন্ত সম্পদশালী ও পরাক্রান্ত লিচ্ছবিগণপতিদের বিশ্বের প্রথম প্রজাতন্ত্র এবং গৌতম বুদ্ধের কর্মক্ষেত্র বৈশালী আজকে বিশ্বের সবচাইতে বেশী কালাজ্বর রোগী নিয়ে ধুঁকছে। সেখানে চিকিৎসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ডাঃ জাইমে রাঁদো পোর্তেল, ডাঃ শাকিব বুরজা, ডাঃ সঞ্চিতা ভারমা প্রমুখ MSF -র নিবেদিত প্রাণ সদস্যরা। সম্প্রতি পাটনায় তাদের সাথে কথা বলা হল।]

প্রঃ কেন বিহারের বৈশালীকে বেছে নিলেন?

উঃ সুদান ছাড়া সবচেয়ে বেশী কালাজ্বরের রোগী আছে ভারতের বিহার (২৮ জেলা), পশ্চিমবঙ্গ (১১ জেলা), উত্তরপ্রদেশ (৬ জেলা) ও ঝাড়খন্ড (৪ জেলা) চারটি রাজ্যে এবং ভারত সংলগ্ন বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটানের জেলাগুলিতে। এর মধ্যেএককভাবে সবচাইতে বেশী কালাজ্বর রোগী আছেন বৈশালী জেলায়।

প্রঃ কেন কালাজ্বর?

উঃ কালাজ্বর হল অন্যতম অবহেলিত ট্রপিকাল রোগ। সাধারণত গরীব পশ্চাদপর আদিবাসী মানুষরা এই রোগে ভোগেন। ভিসেরাল লিসমিনিয়াসিসের (V.L) চিকিৎসা না হলে পোষ্ট কালাজ্বর ডারমাল লিসমিনিয়াসিস (PKDL) হয় এবং প্রচলিত ওষুধে কাজ করতে চায় না। বৈশালীতে এ ধরনের সমস্যা আছে। কালাজ্বরের সাথে যক্ষ্মা ও এইডসের সম্পর্ক আছে। একসাথে দুটো বা তিনটে রোগ থাকতে পারে।

প্রঃ কালাজ্বর নির্মূলীকরণের সম্ভাবনা কেমন?

উঃ ভাল সম্ভাবনা আছে। এর জীবাণু লিচমেনিয়া ডোনোভানি একমাত্র মানুষের দেহে বাঁচে। নতুন র‍্যাপিড ডায়গনস্টিক অ্যান্টিবডি টেষ্ট দিয়ে সহজেই নির্ণয় করা যায়। সাধারণ ভাবে মিল্টাফোসিন ক্যাপসুল আঠাশদিন খাইয়ে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করা যাচ্ছে। DOTS পদ্ধতিতে খাওয়াতে হয়। বৈশালীতে অবশ্য ইঞ্জেকশন্ লাইপোলাইটিক অ্যাম্ফোটেরিসিন 'বি' সেকেন্ড লাইন রেজিম দিতে হচ্ছে। রোগীরা কাজ নষ্ট বাবদ দৈনিক ৫০টাকা করে ২৮দিন ১৪০০ টাকা পাচ্ছেন। 'আশা' কর্মীরা রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা সম্পূর্ণ করার জন্য সাম্মানিক পাচ্ছেন।

কালাজ্বরের বাহক প্লেবিটমাস আর্জেন্টিপাস বা স্যান্ড ফ্লাই (বেলেমাছি) গরম ও আর্দ্রতায় বাড়ে এবং মাটির বাড়ির ও গোয়ালের ফাটলে বাস করে। খাটে ও মশারি টাঙ্গিয়ে শোওয়া (বেলেমাছি ছফুট পর্যন্ত উঠতে পারে) প্রভৃতি স্বভাব পরিবর্তন, নিয়মিত ইন্ডোর রেসিডুয়াল স্প্রেয়িং করা সহ পরিবেশের উন্নয়ন করলে বাহক নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বেলে মাছির মধ্যেকার পরিবর্তনশীল KT4 জিন কম থাকায় ডি.ডি.টি. ভাল কাজ দেয়। ডি ডি.টি.প্রতিরোধী হলে ক্রশ-রেসিস্ট্যান্ট হতে পারে কৃত্রিম পাইরিথয়েডে। তখন ডেলটামেটরিন ভাল বিকল্প। আপনাদের পশ্চিমবঙ্গে কালাজ্বর নির্মূলীকরণের কাজতো ভালোই এগোচ্ছে। উত্তরবঙ্গের মুন্নি চা-বাগানে চা শ্রমিকদের মাটির বাড়িতে সরকার ও চা-বাগানের মালিক মিলে সিমেন্ট ফ্লোরিং ও দেয়ালে ছফুট প্লাষ্টার করে দিচ্ছে। এটি খুব ভাল পদক্ষেপ। আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

প্রঃ এবার বৈশালীর প্রসঙ্গে আসা যাক।

উঃ বৈশালীতে আমরা হাজীপুর জেলা হাসপাতাল; বৈশালী, মহুয়া, গোরাউল, লালগঞ্জ, হাজীপুর ও রাঘোপুর ব্লকের গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিতে চিকিৎসা সহায়তা দিচ্ছি। RK 39 ছাড়াও আমরা প্যারাসাইটোলজি পরীক্ষার মাধ্যমে এবং ক্লিনিকাল পরীক্ষা করে ও রোগের ইতিহাস নিয়ে রোগ নির্ণয় করি। ২০ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি ওজনে চারবারে লাইপোসোমাল অ্যাম্ফোটেরিসিন 'বি' দিয়ে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। ২০০৭-২০১২ অবধি আমরা মোট ৮৭৪৯ জন রোগীর চিকিৎসা করেছি। প্রাথমিক ভাবে ৯৮.৬% আরোগ্য, ছ মাস ফলোআপের পর আরোগ্যের হার ৯৯.৪%। ২৬ জন (০.৩%) চিকিৎসা সম্পূর্ণ করেননি। মৃত্যু ৩১ জনের (০.৪%)।

প্রঃ চিকিৎসার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ কি আছে?

উঃ বিহারের ক্ষেত্রে অভিবাসন (Out migration) এক বড় চ্যালেঞ্জ। এর সাথে সব রোগীর HIV পরীক্ষা করা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

প্রঃ আপনারা কাজে সহায়তা পাচ্ছেন?

উঃ কেন্দ্র ও রাজ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রক, RMRI পাটনা আমাদের সহায়তা করেছেন।

প্রঃ আপনাদের কাজ করতে কোন অসুবিধা হচ্ছে?

উঃ আমাদের কাজ করতে কোন অসুবিধা নেই।

সাক্ষাৎকার

শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যালের সাক্ষাতকার

সুনন্দ সান্যাল

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের পক্ষে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুনন্দ স্যান্যালের সাক্ষাতকার আমরা বর্তমান সংখ্যায় ছাপলাম। রাজ্যের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার হালহকিকত অধ্যাপক সান্যালের অকপট বক্তব্যে পরিস্ফুট। আমরা পাঠকদের উদ্দেশ্যে এই সাক্ষাতকারের প্রতিলিপি হুবহু তুলে ধরলাম। — সম্পাদকমন্ডলী

প্র: আপনি তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেছেন।

সু.সা: কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। আমি দীর্ঘদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বেলুড় কলেজে অধ্যাপনা করেছি। পরে অবশ্য বর্ধমান ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেছি স্বল্পকালীন সময়ের জন্য।

প্র: আপনি 'সেভ এডুকেশন' কমিটি'র অন্যতম আহ্বায়ক ছিলেন এবং একইসঙ্গে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা কমিশনেরও সদস্য ছিলেন। এতে করে আপনার পক্ষে কাজ করতে অসুবিধা হয়নি? কারণ দুটো কমিটি রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভিন্ন মেরুর।

সু.সা: আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি জানতে চাইছেন আমি এস ইউ সি দলের সঙ্গে যুক্ত থেকেও শিক্ষা কমিশনের সদস্য হলাম কি করে তাই তো? আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের শুরুর সময় আমি সি পি আই এম দলের সদস্য ছিলাম। পরে এই দলের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে দল ছেড়ে দিই। কিন্তু পরে কোন দলের সদস্যপদ নিইনি। পরে তো আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সি পি আই এম, নকশাল, বিজেপি সব দলের কোন না কোন ইস্যু ভিত্তিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছি। শ্যামনগর স্কুলে গিয়েছি কোন এক কর্মসূচীতে, সেখানে তো স্কুলের সমস্ত সদস্যরা অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোশিয়েশনের (এ বি টি এ) সদস্য ছিলেন। সুতরাং এস ইউ সি বলে আমাকে দেগে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু আমি আমার নিজস্ব শিক্ষা সংক্রান্ত ধ্যানধারনার নীতিতে অবিচল থেকেছি। যাঁরা আমার সেভ এডুকেশন কমিটিতে যুক্ত থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা এস. ইউ. সি. কে অস্পৃশ্য করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমি একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে আমার নীতি থেকে কখনও পিছিয়ে আসিনি। পরিবর্তন হওয়ার আগে একটি চ্যানেলে সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রশ্ন ক'রেছিলেন, আপনি তো তৃণমূল হয়ে গেছেন। আমি বলেছিলাম পরীক্ষা দিতে হবে নির্বাচনের কালে।

প্র: বিগত সরকারের প্রাথমিকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার নীতি কিভাবে সমর্থন করেছিলেন শিক্ষা কমিশনের সদস্য হয়ে?

সু.সা: শিক্ষা কমিশনে তো আমি একা ছিলাম না, আমরা প্রায় আটজন সদস্য ছিলাম। ড: অশোক মিত্র এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ড: গৌরী নাগ, শিক্ষাবিদ্ পরমেশ আচার্য, বিধায়ক অরুণ চৌধুরি, অধ্যাপক পবিত্র সরকার, খড়গপুর আই আই টির অধ্যক্ষ জি এস স্যান্যাল ও বসিরহাটের বিধায়ক কাসেম (যিনি পরে কিড স্ট্রিটের বিধায়ক হস্টেলে আত্মহত্যা করেছেন)। ইংরেজি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে ড: গৌরী নাগ ও আমি নোট অব্ ডিসেন্ট দিয়েছিলাম। শিক্ষা কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সুপারিশ তৎকালীন সরকার গ্রহণ করে প্রাথমিক থেকে ইংরেজি তুলে দিয়েছিলাম।

প্র: ওই সময় প্রাথমিক থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার পিছনে কারণটা কি ছিল?

সু.স্যা: প্রাথমিক থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার অন্যতম কারণ দেখানো হয়েছিল যথেষ্ট ইংরেজি শিক্ষক বিদ্যালয়গুলিতে না থাকা। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত সঠিকভাবে না মানা। দেখা গেছে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে ১২০-১৫০ ছাত্র-ছাত্রী আছে বা ২০০ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে কিন্তু তাদের একদিন অন্তর-অন্তর ইংরেজি ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। এই কৃষ্ণনগরের আসাননগরে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম ব্যবহার করেও ক্লাস হয়েছে।

প্র: শিক্ষা কমিশনের সদস্য হয়ে আপনার কোন ভূমিকা ছিল না?

সু.সা: আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে শিক্ষকদের তৈরি করার জন্য কিন্তু সে সব মানা হয়নি।

প্র: প্রাথমিকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার ফলে আমরা কি ২৫ বছর পিছিয়ে গেলাম?

সু.সা: পঁচিশ বছর কিনা জানি না। আমরা অবশ্যই পিছিয়ে গিয়েছি। বহু-বহু বছর আমরা পিছিয়ে গিয়েছি। আমাদের শিক্ষার কাঠামোটাই ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমার মনে আছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য তখন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী, রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিশাল হোর্ডিং টানিয়ে ইংরেজি তুলে দেওয়ার পক্ষে প্রশস্তি করলেন। লেখা হল মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ। সেই বুদ্ধদেবই মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এবিটিএ-এর সভাতে কেঁচে গণ্ডুষ করে অন্য

কথা শোনালেন। এবিটিএ সদস্যরা বুদ্ধদেববাবুর উপস্থিতিতে একসভায় যখন বলেছেন ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ইংরেজি পড়ানো বিজ্ঞানসম্মত তখন তিনি তাঁদের থামিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে তিরস্কার করে বললেন, না — আপনারা প্রথম শ্রেণি থেকেই ইংরেজি পড়াবেন। আসলে দেওয়াল লিখনটা বুদ্ধদেববাবু দেরীতে হলেও পড়তে পেরেছিলেন।

প্র: পরিবর্তনের সরকারের আপনিও অন্যতম স্থপতি। সে কারণে পরিবর্তনের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে পুরস্কৃতও করেছিলেন উচ শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান করে। কি এমন হল যে এত স্বল্প সময়ের মধ্যেই আপনি কমিশন ছেড়ে দিলেন? কোন রাজনৈতিক চাপে?

সু.সা: এর উত্তর আমি কিভাবে দেব? রাজ্যে তখন একদলীয় শাসন চলছিল। সবকিছুই নির্ধারিত হত আলিমুদ্দিন থেকে। শিক্ষাক্ষেত্রে উপাচার্য নিয়োগ থেকে শিক্ষক - শিক্ষাকর্মী নিয়োগ সব কিছু আলিমুদ্দিন নিয়ন্ত্রিত ছিল। এই সংস্কৃতিটা আমরা ভাঙতে চেয়েছিলাম। সে কারণেই রাজ্যে পরিবর্তনের পক্ষে আমরা সমবেত প্রচেষ্টায় রাজ্যজুড়ে মানুষের কাছে আবেদন রাখি ৩৪ বছরের জগদ্দল পাথরকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। রাজ্যের মানুষ এগিয়ে এসেছেন এবং পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। হ্যাঁ উচ্চ শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলাম পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতায় আসার পরে। কয়েকটা মিটিংও করেছিলাম। তাতে কিছু সুপারিশও ছিল রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার উন্নতির লক্ষে। কিন্তু দেখা গেল আমাদের কোন সুপারিশ মানা হচ্ছে না। তাই সরে দাঁড়াই এবং বলি কেবল বিদ্যালয় শিক্ষার পরামর্শদাতা কমিটিতে থাকব।

প্র: কিন্তু বিদ্যালয় শিক্ষার পরামর্শদাতার কমিটির চেয়ারম্যান পদেও তো ইস্তফা দিয়েছেন?

সু.সা: হ্যাঁ। একথাও সঠিক। বিদ্যালয়ে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিষয়ে আমাদের কোন পরামর্শ নেওয়া হয়নি। বিদ্যালয়ে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী কে? এ বিষয়ে তো শিক্ষাবিদদের পরামর্শ মানাই সঠিক। পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে মত সহ বিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কিছু বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট জমা দিই। কিন্তু আমাদের কোন সুপারিশই মানা হয়নি। এসময় আমার চিকনগুনিয়াও হয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজে যে কমিটি তৈরি করেছেন সেই কমিটির সঙ্গে কোন পরামর্শও করছেন না এবং কমিটির পরামর্শও মানছেন না। এমতাবস্থায় পদ আঁকড়ে থাকাটা কি সঠিক? তাই পদত্যাগ করেছি।

প্র: তাহলে কি বলছেন পূর্বতন সরকারের সঙ্গে পরিবর্তনের সরকারের কোন পার্থক্য নেই?

সু.সা: এই পরিবর্তনের সরকারের প্রতি আজ আর আমার কোন শ্রদ্ধা নেই। কারণ, রায়গঞ্জ, ভাঙড়, যাদবপুর, অম্বিকেশ মহাপাত্রের ঘটনা দ্রুত যেভাবে ঘটে গেল তাতে করে এই সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে কি করে? পূর্বতন সরকারের শিক্ষা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যে দুষ্কর্ম ঘটেছিল তা ঘৃণা করেছি। কিন্তু আরাবুল ইসলাম কি করে ভাঙড় কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হন? সৌগত রায় যে প্রশ্নটা তুলেছেন (শিক্ষাক্ষেত্রে আরাবুলদের মত অশিক্ষিতদের পরিচালন কমিটিতে ঠাঁই পাওয়া উচিত নয় - জোর আমাদের) তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কি জানেন আরাবুলের ছেলে হাকিমুল ভাঙড় কলেজের ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক। সে ওই কলেজের ছাত্রদের থেকে তোলা তোলে। যারা তোলা দিতে চায়নি তাদের হকি স্টিক দিয়ে পিটিয়েছে। এই তোলাবাজির অবসান দেখতে চাই। সিন্ডিকেট রাজ কি করে চলে? পূর্বতন সরকারের এই রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে ঘৃণা করেছি। এখনও দেখি একই সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি। এই সংস্কৃতিকে ঘৃণা করি। ছয় লক্ষ লোকের নাকি এই সরকারের আমলে চাকরি হয়েছে! কবে হল? কোথায় হল? যে মুসলমান সম্প্রদায়কে ভোট ব্যাঙ্ক করা হচ্ছে সেই সম্প্রদায়ের উন্নয়ণ হয়েছে? শিক্ষাক্ষেত্রে কি অরাজকতাই চলতে থাকবে? এসব কারণেই সবপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি।

প্র: তাহলে কি আমাদের এর থেকে মুক্তি নেই?

সু.সা: সুশীল সমাজ যদি না জাগে, সচেতনতা যদি তৈরি না করা যায় - এই আপনারা (ওপিনিয়ন মেকাররা) যদি চেষ্টা না করেন এই রাজনৈতিক নষ্টামি চলতেই থাকবে। কোনও রাজনৈতিক দলই আজ আর সাধুসন্ত নয়। প্রত্যেকে করাপ্ট। কংগ্রেস, বিজেপি, আঞ্চলিক দল, বামদল সব্বাই করাপ্ট। এদের দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে সাধারণ মানুষকে জাগাতে হবে।

প্র: সাধারণ মানুষকে জাগানোর এই কাজটা করবে কে?

সু.সা: আপনি, আমি, আমার আপনার মত অনেক বন্ধু যাঁরা সমাজকে কিছু দিতে চায় বিনিময়ে কোন কিছু পেতে চান না তাঁদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। সাধারণ মানুষই তাঁদের সুখ-দুঃখের যেমন ভাগীদার হন, তাঁদেরকেই তাঁদের উন্নত জীবনমান গড়ে তোলায় সামিল হতে হবে। তাঁদের সেই কাজকে তরান্বিত করার জন্য আপনাকে আমাকে আমাদের মত সকলকে অনুঘটকের ভূমিকা রাখতে হবে। সাধারণ জনতা জাগলে কোন বাধাই তাঁরা মানবেন না। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য গড়ে নেবেন।

সাক্ষাৎকার

ডঃ ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কের সাক্ষাৎকার

[আমরা উপস্থিত হয়েছি বিশিষ্ট শিক্ষক, ভাষাবিদ, লোকসংস্কৃতি গবেষক, লেখক, সমাজসেবী এবং দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার অলচিকি সংস্করণের মূল কাণ্ডারী ডঃ ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কের কাছে। অশীতিপর অনাড়ম্বর অমায়িক ধীরেন্দ্রনাথ বাবু আজও সমাজসেবায় অক্লান্ত। আন্তরিকভাবে তিনি আমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।]

১) আজকে শাসক দল থেকে বিরোধী দল, আমলা থেকে এন.জি.ও, সকলেই আদিবাসীদের দুর্দশা দেখে 'বিচলিত', বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখবেন?

উঃ সত্যিই কি তাই? তাহলে আদিবাসীদের আজ এই অবস্থা কেন? লোধাশবর, খেড়িয়াশবর প্রভৃতি উপজাতিদের কোন কাজকর্ম নেই। জঙ্গলের পাতা বিক্রি ইত্যাদি করে আর কতটুকু চলে? জমিজিরেত নেই, কৃষিকাজও করতে পারে না। লোধাশূলি, প্রভৃতি জায়গায় অসহনীয় দারিদ্রের মধ্যে জীবন যাপন করে। মনে হয় স্বাধীনতালাভে কী উপকার হল যেখানে আদিবাসীরা ভদ্রভাবে বাঁচতে পারে না। সাঁওতাল, মাহালিদের তবুও কিছু কাজ আছে, ঝুড়ি বানায়। সামান্য কিছু সরকারি চাকরি পেয়েছে। শবর প্রমুখদের তো এখনও criminal tribe ইত্যাদি বলে কার্যত আর্থ-সামাজিকভাবে অপাংক্তেয় অকিঞ্চিৎকর করে রাখা হয়েছে।

২) স্বাধীনতার পর আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়নের জন্য একের পর এক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে অথচ আদিবাসীরা ক্রমশঃ পেছিয়ে পড়েছেন কেন?

উঃ এর অনেক কারণ আছে। এর মধ্যে আমার কাছে দুটি কারণ খুব ও গুরুত্বপূর্ণ। (i) সদিচ্ছার অভাব ও (ii) দুর্নীতি। যাদের উপর কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের অনেকেই অনুপযুক্ত এবং অথবা দুর্নীতিগ্রস্ত।

৩) আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাগত পরিস্থিতিটি কি? কিভাবে উন্নতি সম্ভব?

উঃ পশ্চাদপদতা তাতো আছেই। সমস্যাও অনেক। ধরুণ আদিবাসীরা কি ভাষায় ও বর্ণলিপিতে পড়বে? পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত আদিবাসীদেরই হয় বাংলায় নতুবা সাঁওতালী ভাষায় পড়তে হয়। অন্য কোন বর্ণমালা অনুপস্থিত। অলচিকিও আবার বাংলা হরফে পড়তে হয়। ... শুধুমাত্র স্কুল বানিয়ে শিক্ষার হার ও মান বাড়বে না। বহু স্কুল পরিত্যক্ত, লেখাপড়া ঠিকমত হয় না, স্কুল ছুটের হার মারাত্মক। ... সামান্য সংখ্যক শিক্ষিত আদিবাসীদের মধ্যে আবার elite (তথাকথিত ভদ্রলোক) তৈরি হচ্ছে, যারা আর নিজের সমাজের দিকে ফিরেও তাকায় না। ... যারা শিক্ষা বিস্তার করতে চাইছেন সর্বাগ্রে দরকার তাদের সততা ও সদিচ্ছা, মনের দিক দিয়ে তাদের পরিষ্কার হতে হবে যে তারা ঠিক কি করতে চাইছেন।

৪) আদিবাসীদের স্বাস্থ্য?

উঃ শুধু নাম জাহির করে বা বাইরে থেকে গিয়ে এক-আধদিন লোক দেখানো কাজ করে কিছু হবে না। ... আগেই বলেছি যারা সত্যিকারের কাজ করতে চাইছেন তাদের সততা ও সদিচ্ছা থাকতেই হবে আর মনের দিক থেকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।

৫) আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কিভাবে হবে?

উঃ জঙ্গলের অধিকার আইনকে কার্যকরী করতে হবে।

প্রথমেই উপযুক্ত কর্মসংস্থানের উপর জোর দিতে হবে। খাদ্য, বাসস্থান, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৬) বর্তমান সময়ে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স, পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহল, বীরভূমের খাদান অঞ্চলের আদিবাসী আন্দোলনগুলি সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন?

উঃ আমলা-পুলিশ-রাজনীতিকরা আদিবাসীদের নানাভাবে হয়রানি করছে। ক্রাশার মালিক-খাদান মাফিয়ারা আদিবাসীদের জমি গ্রাস করছে। নষ্ট করে দিচ্ছে। গাঁওতা নেতৃত্বকে উপর্যুপরি সরকারের তরফ থেকে অপদস্থ করা হচ্ছে। এগুলি অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। এর বেশি দিশ-হদিশ আমার জানা নেই। ডুয়ার্স ও জঙ্গলমহলের বিষয়ে বর্তমানে আমার বিশেষ ধারণা নেই।